<u>কলকাতা হাইকোর্ট</u>

<u>(দেওয়ানী আবেদন এক্তিয়ার)</u>

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

এস. এ. ১৫২ of ২০২২

ক্যান ৫ of ২০২৩

ক্যান ৬ of ২০২৩

ক্যান ৭ of ২০২৩

কার্তিক চন্দ্র বিশ্বাস ও অন্যান্যরা

বনাম

শ্যামা পদ চক্রবর্তী ও অন্যান্যরা

আপিলকারীদের জন্য : শ্রী কার্তিক ভট্টাচার্য, আইনজীবী

উত্তরদাতাদের জন্য : শ্রী গণেশ শ্রীবাস্তব, আইনজীবী

শ্রী সুকান্ত দাস, আইনজীবী

শ্রী কাঞ্চন রায়, আইনজীবী

শুনানি শেষ হয়েছে : অক্টোবর, ২০২৩

রায় : ১৯শে অক্টোবর, ২০২৩

<u>বিচারপতি, সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী :</u>

১. এই দ্বিতীয় আপিলটি ২০০৬ সালের ১৮ নম্বর টাইটেল আপিল, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে শিয়ালদহের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট-১-এর বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রিকে চ্যালেঞ্জ করে। এর ফলে ১৯৬৭ সালের ৩৯০ নম্বর টাইটেল মামলায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি বহাল রয়েছে।

২. সুবিধার জন্য, পক্ষগুলিকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে হাজির করা হলে তাদের নাম উল্লেখ করা হবে।

৩. সংক্ষেপে বলা যায়, চামুদা দেবী, দেবতা শ্রী শ্রী শক্তিময়ীর কালীমাতা সেবায়েত হিসেবে মৃত দুলাল চন্দ্র বিশ্বাসের পুত্র ও কন্যাদের উচ্ছেদের জন্য মামলা দায়ের করেন। যুক্তি দেওয়া হয় যে

২০/এইচ/৫, পোট্টারি রোডের প্রাঙ্গণটি দেবতা শ্রী শ্রী ঈশ্বর শক্তিময়ী কালীমাতা, প্রায় ১০০ বছর আগে জনৈক গোপাল ওঝা, সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করে, দেবতার উদ্দেশ্যে এটি উৎসর্গ করেছিলেন।

৪. বিবাদীদের পূর্বসূরী স্বার্থ-নিষেধকারীকে ভাড়াটে হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল - মামলার সম্পত্তির ক্ষেত্রে মাসিক ৮ টাকা ভাড়া - ইংরেজি ক্যালেন্ডার মাস অনুসারে প্রদেয়। তখন থেকে আসামীরা সম্পত্তির মালিকানা করে আসছে। তারা ১৯৬২ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত নিয়মিতভাবে মাসিক ভাড়া প্রদান করত। এরপর, কিছু ব্যক্তির সাথে যোগসাজশে, গোপন উদ্দেশ্য এবং অন্যায় লাভের জন্য বিবাদীরা সেবায়েতের মর্যাদা অস্বীকার করতে শুরু করে; বিবাদীরা ভাড়া প্রদানও বন্ধ করে দেয়।

৫. শুভেন্দু প্রসাদ রায় চৌধুরী নামে একজন বিজ্ঞ মুন্সেফ, তৃতীয় আদালতে ১৯৬৩ সালের ২৪২ নম্বর টাইটেল স্যুট নামে একটি মামলা দায়ের করেন, যেখানে অভিযোগ করা হয় যে বাদী জমিতে অনধিকার প্রবেশ করেছেন এবং সেখানে কাঠামো তৈরি করেছেন। বাদী রায় চৌধুরী এবং কিছু ভাড়াটে, যার মধ্যে বিবাদীদের পূর্বসূরী স্বার্থ-নিষেধ ছিল, তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা এবং নিষেধাজ্ঞা চেয়ে ১৯৬৪ সালের ২৫৫ নম্বর টাইটেল স্যুট নামে একটি মামলাও দায়ের করেন, যারা পরে কিছু অন্যায় লাভের জন্য রায় চৌধুরীদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন।

৬. ১৯৬৩ সালের ২৪২ নম্বর মামলা এবং ১৯৬৪ সালের ২৫৫ নম্বর মামলা উভয়েরই একইভাবে বিচার করা হয়েছিল। বাদীর ১৯৬৪ সালের ২৫৫ নম্বর মামলায় মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ঘোষণা করা হয়েছিল, অন্যদিকে শুভেন্দু প্রসাদ রায় চৌধুরীর ১৯৬৩ সালের ২৪২ নম্বর মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ঘোষণা করা হয়েছিল।

৭. ১৯৬৪ সালের ২৫৫ নং মামলায় চামুণ্ডা দেবীর মর্যাদাকে শ্রী শ্রী শক্তিময়ী কালীমাতার সেবায়েত হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং বিবাদীদের বাদীর অধীনে মাসিক ভাড়াটে হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। বাদী

মামলার সম্পত্তির ভাড়াটিয়া অবসানের জন্য ১৩ জুলাই, ১৯৬৭ তারিখে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছিল যা বিবাদী যথাযথভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার আইনজীবী শ্রী এন.পি. চাকনাবিসের মাধ্যমে সেই নোটিশের উত্তরও দিয়েছিলেন। ভাড়াটিয়া অবসান সত্ত্বেও বিবাদী নোটিশের শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হন। তাই মামলাটি করা হয়েছে।

৮. মামলা বিচারাধীন থাকাকালীন, বাদী একটি সংশোধনী অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের ভিত্তিতেও ডিক্রি চেয়েছিলেন।

৯. বিবাদীরা লিখিত বিবৃতি এবং অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলার বিরোধিতা করেন, বাদীর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য অস্বীকার করে। স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বিবাদীকে কখনই মামলার সম্পত্তিতে মাসিক ভাড়াটে হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, যার ভাড়া ছিল মাসিক ৮ টাকা। বাদীর মামলার সম্পত্তিতে কোনও ভাড়াটেকে অন্তর্ভুক্ত করার কোনও অধিকার ছিল না। বিবাদীর বাদীর ভাড়া দেওয়ার কোনও কারণ ছিল না। আসামীর নির্দিষ্ট মামলা হল যে পুরো জায়গাটি বরোদা প্রসাদ রায় চৌধুরীর মালিকানাধীন ছিল, তার মৃত্যুর পর ভবানী ওয়ার্ড এস্টেটে অর্পিত সম্পত্তি এবং ওয়ার্ড এস্টেট সম্পত্তি মুক্তির পর শুভেন্দু প্রসাদ রায় চৌধুরী এবং অন্যান্যরা অধিগ্রহণ করেছিলেন, যারা প্রয়াত বরোদার উত্তরাধিকারী ছিলেন। প্রাঙ্গণ নং ২০/এইচ/৫, কামারডাঙ্গা রোড, যা বর্তমানে পটারী রোড নামে পরিচিত, একটি বৃহৎ বস্তি যেখানে জমিদার রায় চৌধুরীর অধীনে বেশ কয়েকটি ঠিকা ভাড়াটে রয়েছে এবং বিবাদী তাদের মধ্যে একজন।

১০. আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে, বিবাদী সেখানে কাঠামো তৈরি করেছিলেন। অবশেষে জমিদারদের কাছ থেকে সম্পত্তিটি তার অনুকূলে বন্দোবস্ত করান। অন্য কথায়, বিবাদী নিজের খরচে পাকা দেয়াল এবং টাইলসের ছাদ সহ একটি ঘর নির্মাণ করেছিলেন। বিবাদী কখনও বাদীর অধীনে ভাড়াটে ছিলেন না। বিচারিক আদালত রায় দেন যে,

পক্ষগুলি বাদীর পক্ষে বিষয়গুলির জবাব দেয় এবং বিবাদী ভাড়াটেদের বাদীর অধীনে রাখার নির্দেশে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত উচ্ছেদের আদেশ জারি করে।

১১. বিবাদীরা ২০০৬ সালের ১৮ নং শিরোনাম আপিলের উক্ত ডিক্রিটি উল্টে দেওয়ার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিল এবং দ্বিতীয় আপিলটি পছন্দ করেছিল যা নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের ভিত্তিতে ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ গৃহীত হয়েছিলঃ-

১. তথ্যের ভিত্তিতে এবং মামলার পরিস্থিতিতে, আপিলকারীরা বিবাদীদের অধীনে ভাড়াটে ছিলেন কিনা তা একই পক্ষের মধ্যে একই বিষয়ে উপযুক্ত আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিচারাধীন ছিল কিনা।

২. তথ্যের ভিত্তিতে এবং মামলার পরিস্থিতিতে, আপিলকারীরা যখন এই অবস্থান গ্রহণ করেন যে তারা ঠিকা ভাড়াটে ছিলেন, তখন আদালতের উচিত ছিল অবিলম্বে মামলাটি ঠিকা নিয়ন্ত্রকের কাছে প্রেরণ করা।

১২. আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী কার্তিক ভট্টাচার্য্ দাখিল করেন যে মামলা দায়েরের পরপরই বিবাদীরা প্রাঙ্গণ ভাড়াটে আইনের ধারা ১৭ এর অধীনে আবেদন দায়ের করে এবং বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটেদের সম্পর্ক অস্বীকার করে। বিষয়টি এই মাননীয় আদালতের কাছে আসে এবং মাননীয় সমন্বয় বেঞ্চ ২০০০ সালের দেওয়ানি আদেশ নং ৩২৬ এবং ৩২৭ এর রায় প্রদানের সময় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে:

"আমি স্পষ্ট করে বলছি যে এই আদেশে অথবা নীচের আদালতের আদেশে বর্ণিত ফলাফলগুলি উক্ত আইনের ধারা ১৭(২) এবং ১৭(২এ) (খ) এর অধীনে উল্লিখিত আবেদনগুলি নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে। তবে, বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটে সম্পর্কের বিষয়টি বিচারের সময় খালাসের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।"

১৩. শ্রী ভট্টাচার্যের ঘোষণা অনুযায়ী, সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত পক্ষগুলির মধ্যে বাড়িওয়ালা এবং ভাড়াটে হিসেবে সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনা করেনি, বরং একটি অলস পদ্ধতিতে ৩ এবং ৮ নম্বর ইস্যুটি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৪. আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে বিজ্ঞ বিচারক আদালতের পর্যবেক্ষণের প্রতি:- "তাই যখন মাননীয় হাইকোর্ট ঘোষণা করেন যে ঠিকা ভাড়াটে থাকার কোনও অস্তিত্ব নেই, কেবল ঠিকা নিয়ন্ত্রকের সামনে চালান দাখিল করলেই কোনও লাভ হবে না। যদি ঠিকা নিয়ন্ত্রক বিবাদীদের কাছ থেকে খাজনাকে ঠিকা ভাড়াটে হিসেবে গ্রহণ করেন, তাহলে আইনের দৃষ্টিতে এর কোনও বৈধতা নেই। বিজ্ঞ বিচারক আদালত পূর্বে দায়ের করা মামলায় মাননীয় হাইকোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিবাদী দুলাল বিশ্বাসের পূর্বসূরীকে বর্তমান বাদীর অধীনে ভাড়াটে বলে ধরে। অতএব, বিজ্ঞ বিচারক আদালতের মতে, বাড়িওয়ালা ভাড়াটে সম্পর্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, যা বিবাদীরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শ্রী ভট্টাচার্যের মতে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত ১৯৬৮ সালের এসএ নং ২৮৭ এবং ১৯৭০ সালের ১০৯৪ ধারায় প্রদত্ত মাননীয় হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের আলোকে বিষয়টির সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। এটি হওয়া উচিত ছিল রেকর্ডে থাকা প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১৫. বিজ্ঞ বিচার কোর্টের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে বাদী দৃঢ় প্রমাণ যোগ করে সম্পর্ক প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১৬. ১৪ জুলাই, ২০০০ তারিখের ৩৮ নং আদেশের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী ভট্টাচার্য্য ঘোষণা করেন যে বাদী দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৬ বিধি ১৭ এর অধীনে আরজির সংশোধনের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করতে পেরে সন্তুষ্ট। একই সাথে, বাদীকে দেওয়ানী কার্যবিধির আদেশ ৬ বিধি ১৮ এর বিধান মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং স্বাধীনতা ছিল

বিবাদীকে অতিরিক্ত লিখিত বিবৃতি দাখিল করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্টের উক্ত নির্দেশটি মেনে চলা হয়নি। যে বাদী সংশোধনের আদেশের অনুমতি দেওয়ার এক বছরেরও বেশি সময় পরে, ২১৮ ডিসেম্বর, ২০০১-এ সংশোধিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এবং তাও আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করার পাশাপাশি পদ্ধতিগত আইন লঙ্ঘন করে যা বাধ্যতামূলক প্রকৃতির।

১৭. দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়ম আদেশ ৬ বিধি ১৮-এর বিধানের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী ভট্টাচার্য বলেন যে, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বা আদেশের তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে সংশোধিত অভিযোগ জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা বাদীর ছিল। অতএব, যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের ভিত্তিতে যুক্তিসঙ্গত বিচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত ডিক্রি, পরবর্তীকালে সংশোধিত আবেদনের ভিত্তিতে, বলবৎ থাকতে দেওয়া যাবে না কারণ বাদী যুক্তিসঙ্গত বিচারিক আদালতের নির্দেশ মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটি আরও জমা দেওয়া হয় যে যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিদ্বান বিচারিক আদালত মামলাটির রায় দিতে পারত না। তার যুক্তির সমর্থনে শ্রী ভট্টাচার্য ভারত ইউনিয়ন বনাম প্রমোদ গুপ্ত (মৃত) আইনি প্রতিনিধির দ্বারা এবং অন্যান্যরা দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছে (2005) 12 SCC 1 দ্বারা প্রদত্ত ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের উপর ভরসার কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে বলা হয়েছেঃ-

"১৪০- আমরা আগে লক্ষ্য করেছি যে দেওয়ানি কার্যবিধির ১৮ নম্বর বিধির আদেশ VI অনুসারে আবেদনপত্রে সংশোধনীগুলি কার্যকর করা হয়নি। উক্ত বিধানটি বাধ্যতামূলক, যদি তা পালন না করা হয় তবে এর ফলে উদ্ভূত পরিণতি ভোগ করতে হবে।"

১৮. শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের এই ধরনের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে শ্রীযুক্ত গণেশ শ্রীবাস্তব, বাদী/উত্তরদাতার বিদ্বান উকিল জমা দিয়েছেন যে

বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালত, ৩ এবং ৮ নম্বর ইস্যু বাদীর পক্ষে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ন্যায্যতা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৬৮ সালের এসএ নং ২৮৭ এবং ১৯৭০ সালের এসএ ১০৯৪-এ মাননীয় বিচারপতি জে.এন. হোর কর্তৃক নিষ্পত্তি করা রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, আসামীদের তাদের ঠিকা ভাড়াটে হিসেবে অবস্থানের বিষয়ে ফিসফিসিয়ে কথা বলার বা বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটে হিসেবে বাদীর মধ্যে সম্পর্ক অস্বীকার করার অনুমতিও দেওয়া যাবে না।

১৯. সুপ্রিম কোর্টের প্রদর্শনী-১-এর উক্ত রায়ের প্রত্যয়িত অনুলিপির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীবাস্তব বলেন যে, আসামীর পূর্বসূরি শ্রী দুলাল বিশ্বাসের অবস্থান ভাড়াটিয়া হিসাবে এবং মামলা সম্পত্তি ঋণদাতা সম্পত্তি হিসাবে নির্ধারিত হয়েছিল।

২০. অতএব, দুলাল বিশ্বাসের বংশধর হওয়ায় বিবাদীরা রায় চৌধুরীর অধীনে টিকা ভাড়াটিয়ার মর্যাদা দাবি করে এবং বাদীর অধীনে ভাড়াটিয়া হিসাবে তাদের মর্যাদা অস্বীকার করে উক্ত বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করতে পারে না।

২১. শ্রীবাস্তব আরও যুক্তি দেখান যে, যখন অভিযোগটির সংশোধনের জন্য আবেদন করা হয়েছিল, তখন ১৯৯৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর কার্যকর হওয়া দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়ম সংশোধনী আইন, ১৯৯৯ দ্বারা আদেশ ৬ বিধি ১৭ এবং ১৮-এর বিধানগুলি মুছে ফেলা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, উক্ত দুটি বিধান দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়ম সংশোধনী আইন , ২০০২-এর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছিল, যা ২০০২ সালের ২৩শে মে থেকে কার্যকর করা হয়েছিল।

২২. মামলায় অভিযোগ সংশোধনের আদেশ ৪ জুলাই, ২০০০ তারিখে অনুমোদিত হয়েছিল এবং আদেশ ৬ বিধি ১৮ ২১ ডিসেম্বর, ২০০১ তারিখে পালন করা হয়েছিল। অতএব, আদেশ ৬ এর অধীনে বিধি ১৮ এর কঠোরতা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা যাবে না।

২৩. প্রদর্শনী-১ পর্যালোচনা করে আমি দেখতে পাই যে, এই আদালতের সমন্বিত বেঞ্চ ১৯ জুলাই, ১৯৯১ তারিখে একটি সাধারণ রায়ের মাধ্যমে আপিলের নিষ্পত্তি করার সময় মামলার সম্পত্তির প্রকৃতিকে দেবতা সম্পত্তি হিসেবে এবং বাদীর দেবতার সেবায়েত হিসেবে মর্যাদা এবং রায় চৌধুরীদের অধীনে ঠিকা ভাড়াটে হিসেবে দাবি করা দুলাল বিশ্বাস এবং অন্যান্য ভাড়াটেদের মর্যাদাকে দেবতার অধীনে ভাড়াটে হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল, যার প্রতিনিধিত্ব করেন সেবায়েত চামুন্ডা দেবী। অতএব, দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১১ কার্যকর হয় এবং বিজ্ঞ বিচার আদালত এবং বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালত বিজ্ঞ বিচার আদালত, প্রদর্শনী-১ থেকে লুমেন গ্রহণ করে বাদীর পক্ষে ৩ এবং ৮ নম্বর ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেনি। দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১১ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচার আদালত বা বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালতের বিষয়টি পুনরায় খোলার কোনও কারণ থাকতে পারে না। বর্তমান মামলায় আসামীদের দ্বারা উত্থাপিত বিষয়টি এই আদালতের সমন্বিত বেঞ্চ ১৯৬৮ সালের এসএ নং ২৮৭ এবং ১৯৭০ সালের এসএ নং ১০৯৪ এর রায় দেওয়ার সময় নিষ্পত্তি এবং স্থগিত করেছিল।

২৪. শ্রী শ্রীবাস্তব সঠিকভাবেই উল্লেখ করেছেন যে, আদেশ ৬ বিধি ১৮-এর বিধানটি ২৩শে মে, ২০০২ তারিখে চালু করা হয়েছিল। অতএব, বিজ্ঞ বিচার আদালত দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৬ বিধি ১৮-এর অধীনে সংশোধিত অভিযোগ গ্রহণে ১৪ দিনের বেশি সময় ধরে কোনও ত্রুটি করেনি; বরং এটি ধরে নেওয়া উচিত যে সংশোধিত অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচার আদালত বাদীদের আদেশ মেনে চলার জন্য সময় বাড়িয়েছিল।

২৫. এভাবে বাদী প্রমাণ করেছেন যে আসামীরা ভাড়া পরিশোধে খেলাপি। যুক্তিসঙ্গত প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে উচ্ছেদের আদেশকে ন্যায্যতা দেওয়ার প্রমাণ রয়েছে। অতএব, আমার বিবেচনায়, আপিলটি যুক্তিহীন।

২৬. ফলস্বরূপ, আপিলটি খারিজ করা হলো। বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক বিজ্ঞ বিচার আদালতের রায় বহাল রেখে প্রদত্ত বিতর্কিত রায় বহাল রাখা হলো। মুলতুবি থাকা আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হলো।

২৭. এই রায়ের একটি কপি নিম্ন আদালতের রেকর্ডসহ অবিলম্বে বিজ্ঞ বিচার আদালতে প্রেরণ করা হোক।

২৮. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করতে হবে।

(বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal